শারিয়ার রজম্!

(আমার জীবন তোমার হাতের খেলার পুতুল নয়)।

আদালতঃ- ইসলামি শারিয়া।
আইনঃ - শারিয়া- হুদুদ অংশ।
অপরাধঃ- বিবাহিত/তা-দের দৈহিক পরকীয়া।
অপরাধের প্রমাণঃ- স্বীকারোক্তি বা চার জন বয়স্ক পুরুষ মুসলমানের চাক্ষুষ সাক্ষ্য।
চাক্ষুষের বদলে পারিপার্শিক প্রমাণঃ- উল্লেখ নেই। গ্রহনযোগ্য হবার কথা নয়।
শাস্তিঃ- জনসমক্ষে মুষ্ঠি-সমান প্রস্তরাঘাতে মৃত্যু। মহিলা-আসামীর ক্ষেত্রে মাথা থেকে কোমর পর্য্যন্ত ঢেকে কোমর পর্য্যন্ত মাটির নীচে প্রোথিত অবস্থায় প্রস্তরাঘাতে মৃত্যু (ছবি দ্রষ্টব্য)।

স্বপ্ন? না, স্বপ্ন নয়। দুঃস্বপ্ন? না, তা-ও নয়। স্বপ্ন বা দুঃস্বপ্ন হলে ঘুম ভেঙ্গে হাঁপ ছেড়ে বাঁচা যেত। এ এক ভয়ংকর কালরাত্রির ভয়ংকর তামস। আট-দশ ঘন্টায় নয় এ রাতের অন্ধকার, শতাব্দী লেগে যায় এই অপসংস্কৃতির বিভাবরী কাটতে। হাজার বছর আগের অসভ্য মানব-সমাজও নয় এটা, শারিয়ার নিদারুন বাস্তব আজ এখন, এই সভ্য পৃথিবীতে। ওপরে নাইজিরিয়ার আমিনা লাওয়াল কুরামি আর তার বাচ্চার ছবি দেখুন, আমিনার প্রেমের ফসল। নীচের আর মাঝের কোর্ট আমিনাকে রজমের শাস্তি দিয়েছিল শারিয়া মোতাবেক। অর্থাৎ আমিনার মাথার ওপর থেকে কোমর পর্য্যন্ত বস্তা ঢুকিয়ে কোমর পর্য্যন্ত মাটিতে পুঁতে অজস্র পাথরের আঘাতে মেরে ফেলা হত। বস্তার ভেতর থেকে তার মরে যাওয়া হাতের ফ্যাকাসে আঙ্গুল দেখা যেত, বাচ্চাটা বুঝতেও পারত না কোত্থেকে কি হল, তার মা গেল কোথায়। আন্তর্জাতিক চাপ গড়ে ওঠার আগে দু'দুটো নিম্ন-আদালত আমিনার মৃত্যুদন্ড বহাল রেখেছিল। তারপর দুনিয়ার মানবাধিকার সংগঠনগুলো দুনিয়াজোড়া প্রতিবাদের ঝড় তুলে ফেলল, তার মধ্যে আমাদের বাংলাদেশী ফোরাম "মুক্তমনা" (mukto-mona.com) ও আছে। শুধু অ্যামনেষ্টি ইন্টারন্যাশন্যাল-ই আমিনার সমর্থনে স্বাক্ষর তুলেছিল আড়াই কোটির বেশী। এই প্রচন্ড চাপের মুখে গত ২৫শে সেপ্টেম্বর ২০০৩-তে নাইজিরিয়ার সুপ্রীম কোর্ট আমিনাকে মুক্তি দিয়েছে। পাকিস্তানের জাফরান বিবি'র ক্ষেত্রেও নীচে দু'দুটো কোর্টের মৃত্যুদন্ড বাতিল করে তাকে মুক্তি দিয়েছিল সুপ্রীম কোর্ট প্রবল আন্তর্জাতিক চাপের জন্য।

এতে করে তিনিটে জিনিস প্রমাণ হল। প্রথম, শারিয়ার রায় বাতিল করাতে পৃথিবী উলটে যায় না, আকাশও ভেঙ্গে পড়ে না। দুই, পৃথিবীর লোক শারিয়া পছন্দ করে না, কারণ ওই আন্দোলন গুলোতে অনেক মুসলমানও ছিলেন। তিন, আন্তর্জাতিক চাপের শক্তি ছাড়া এ দানবকে কায়দা করা যাবে না।

না, আমি এ কথা আমি বলছিনা যে মুসলমান সমাজে পরকীয়া কোন অপরাধ নয়। আমি এসব প্রশ্নও তুলব না যে এ অপরাধটা তাৎক্ষণিক ভুলেও হতে পারে, তাৎক্ষণিক একটা ভুলের জন্য শারিয়ায় তওবার ব্যবস্থা নেই কেন, যে সিরিয়াল কিলার অনেক ধুর্ততার সাথে ঠান্ডা মাথায় অনেক ভেবে চিন্তে খুনের পর খুন করে শেষে মৃত্যুদন্ড পায় তার সমান শাস্তি কেন পাবে ষড়রিপুর ভ্রান্তিময় মানুষ আবেগের মুহুর্তে ক্ষণিকের একটা ভুলে, মানসিক আর শারীরিক আবেগের মৌলিক চাহিদার কারণে যে একাত্মবোধের তাগাদা, তার জন্য জেল-জরিমানা-বেত্রাঘাত না রেখে একেবারে চরম শাস্তি মৃত্যুদন্ড কেন, অপরাধীর শাস্তি জনতার সামনে কেন, ওতে মানুষের, বিশেষতঃ বাচ্চাদের মানসিক ক্ষতি হতে পারে, এখন মৃত্যুদন্ডের অনেক মানবিক পদ্ধতি আছে, জনসমক্ষে প্রস্তরাঘাতে মৃত্যুদন্ড এখন বর্বরতার পর্যায়ে পড়ে, কেন কোনদিনই ডি-এন-এ পরীক্ষা যোগ করে বাচ্চার পিতৃত্ব প্রমাণ করা যাবে না হুদুদ আইনে ইত্যাদি ইত্যাদি ইত্যাদি।

কেন বলব না? বলব না কারণ শত মুসলিম দার্শনিক ও চিন্তাবিদেরা লক্ষবার বলেছেন যে মাছিমারা কেরাণীর মত অতীতের ফটোকপি না হয়েও কোরাণ-সুন্নতের অনুসারী পাক্কা মুসলমান থাকা যায়। এবং সেটাই উন্নতির পথ। কিভাবে থাকা যায় তা-ও তারা বলেছেন পই পই করে। কাজ হয়নি, হবেও না। কারণ, আমার এই জাতের নাম মুসলমান। আমি শুধু একটা সুগভীর ধ্বনির প্রতিধ্বনি করে যাব মাত্র। সেটা হল, শারিয়ার কিছু গুরত্বপুর্ণ আইনের মত রজমও কোরাণের মারাত্মক খেলাফ।

কোথায় লেখা আছে আল্লার এই দুর্ধর্ষ আইনটা? শারিয়ায় লেখা আছে। কোত্থেকে নেয়া হয়েছে? কোরাণ থেকে? রসুলের হাদিস থেকে? একটু নাহয় খুঁজেই দেখা যাক। দেখার পর নাহয় সিগ্রেট হাতে রাতের আকাশের নীচে তারা গুনব আমরা। ভাবব, স্রষ্টার নামে আর কত মুল্য দেবে সাধারণ মানুষ। ভাবব, কবে আসবেন সেই অনাগত মহামানব, হিমালয় হয়ে দাঁড়িয়ে যাবেন রজমের সামনে, তর্জনী তুলে বলবেন,- আমার জীবন তোমার হাতের খেলার পুতুল নয়।

কোরাণে অবৈধ সংসর্গের কথা আছে বেশ কিছু জায়গায়, কিন্তু তার শাস্তির কথা সুস্পষ্ট বলা আছে মাত্র তিন জায়গায়। সুরা নিসা, আয়াত ১৫:-"আর তোমাদের নারীদের মধ্যে যাহারা ব্যাভিচারিণী তাহাদের বিরুদ্ধে তোমাদের মধ্য হইতে চারি জন পুরুষকে সাক্ষী হিসাবে তলব কর। অতঃপর তাহারা যদি সাক্ষ্য প্রদান করে তবে সংশ্লিষ্টদিগকে গৃহে আবদ্ধ রাখ, যে পর্য্যন্ত মৃত্যু তাহাদিগকে তুলিয়া না নেয় অথবা আল্লাহ তাহাদের জন্য অন্য কোন পথ নির্দেশ না করেন"।

তাহলে মেয়েদের জন্য শাস্তিটা হল আমৃত্যু গৃহবন্দিনী, অথবা আল্লাহ অন্য কোন উপায় করে দেবেন। বাক্যটার ভাব আগাগোড়া এমন যে এই অন্য শাস্তিটা গৃহবন্দীর চেয়ে ভালো কিছু। ওটা পড়ে কেউ বলতে পারবে না যে এই অন্য উপায়টা সর্বক্ষেত্রেই মৃত্যুদন্ড। কেউ যদি বলেও, তবে প্রশ্ন হল, সে কিভাবে জানছে আল্লাহ সেই বিশেষ ক্ষেত্রে মৃত্যুদন্ড দিচ্ছেন। তা ছাড়া এই অন্য উপায়টা একেক ক্ষেত্রে একেক রকম হবে বলে মনে হয়, যদিও প্রমাণ করা যায় না। সুরা নূর, আয়াত ২:-"ব্যাভিচারিণী নারী ব্যাভিচারী পুরুষ। তাহাদের প্রত্যেককে একশ' করিয়া বেত্রাঘাত কর। আল্লাহ'র বিধান কার্য্যকর করণেতাহাদের প্রতি যেন তোমাদের মনে দয়ার উদ্রেক না হয়, যদি তোমরা আল্লাহ'র প্রতি ও পরকালের প্রতি বিশ্বাসী হইয়া থাক"। ব্যাভিচারের জন্য জনসমক্ষে একশ' করে বেত্রাঘাত, যদি আল্লাহ আর কেয়ামতে বিশ্বাস থাকে। অর্থাৎ এই একশ' বেত্রাঘাত না করলে আল্লাহ আর কেয়ামতে বিশ্বাস থাকছে না। এবং শারিয়া এই একশ' বেত্রাঘাত দিচ্ছে না। কি দাঁড়াল তাহলে এই সহজ অংকটা? দাঁড়াল এই যে, শারিয়া আল্লাহ আর কেয়ামতে বিশ্বাস করছে না।

আবার মনে করিয়ে দিচ্ছি যে অনেক দার্শনিকের অনেক ব্যক্তিগত মতামত থাকলেও আদালতের শারিয়াই মানুষের জীবন নিয়ন্ত্রন করে। আমরা আদালতের আইনই দেখব এবার।

১। হানাফি মাজহাবের সর্বপ্রধান শারিয়া বই হেদায়া থেকে :- "কোন বিবাহিত/তা অবৈধ সংসর্গের জন্য শাস্তিযোগ্য হইলে তাহাকে রজম-দন্ড দেওয়া হইবে, অর্থাৎ প্রস্তরাঘাতে মৃত্যু"।
২। হুদুদ ল' অফ পাকিস্তান, অর্ডিন্যান্স ৭-১৯৭৯, অর্ডিন্যান্স ২০-১৯৮০ দ্বারা পরিবর্তিত, আইন নম্বর ৫ (২) এর অ ঃ- "এই অর্ডিন্যান্সের হুদুদ আইনে জ্বিনার অপরাধী যদি মুহসান (বিবাহিত/তা) হয় তবে জনসমক্ষে প্রস্তরাঘাতে মৃত্যুদন্ড হইবে"।

অবৈধ সম্পর্কের ব্যাপারে কোরানের "গৃহবন্দিনী", "অন্য কোন উপায়" আর "বেত্রাঘাতের" স্পষ্ট কথাগুলোকে বরবাদ করে দিয়ে শারিয়ায় মৃত্যুদন্ডটা কোত্থেকে এল? এল ঈহুদী-কেতাব ডিউটেরোনমি থেকে আর সহি হাদিস থেকে। হাদিসটা আছে হাফেজ মহাম্মদ আবদুল জলিল সম্পাদিত বাংলায় বোখারি শরীফের হাদিস নম্বর ১২৩৪ থেকে ১২৪৯ পর্য্যন্ত, দু'একটা বাদ দিয়ে। মদীনা বিশ্ববিদ্যালয়ের মুহসিন খানেও পাবেন, মওলানা আজিজুল হক সাহেবের বইতেও ২৬৮ নম্বর হাদিসে এটা পেতে পারেন। আর আছে মিশকাতের ২৬ অধ্যায়ের প্রথম পরিচ্ছেদে। উদ্ধৃতি দিলে লম্বা হয়ে যাবে, শুধু এটুকু বলছি যে এসব হাদিসে বলা আছে, নবীজী বিবাহিত/তা-দের রজম আর অবিবাহিত/তে-দের একশ' চাবুক আর এক বছরের নির্বাসন দিয়েছিলেন। অর্থাৎ এ ক্ষেত্রে কোরাণে-রসুলে লড়াই হল।

এক মিনিট!

হয়ত সত্যি সত্যিই বিরোধ হয় নি! ওই হাদিসটা জয়ীফ বা "দুর্বলতম" ধরণের হাদিস-ও হতে পারে! (আসলেই নাকি উসুল-আল-সাসি কেতাবে ওটাকে "দুর্বলতম" বলা আছে খবর-ই-ওয়াহিদ ভিত্তিতে। কিন্তু বোখারি অনুযায়ী ওটা খবর-ই ওয়াহিদ নয় মোটেই)। আজকাল তো সহি হাদিসের নানা রকম "কিঞ্চিৎ অসুবিধেজনক" দলিলের পাল্লায় পড়ে (যেমন বাঁদরের অবৈধ দৈহিক সম্পর্ক বা হজরৎ মূসা'র নগ্ন হয়ে জনাকীর্ণ রাস্তায় দৌড়ানো, নবীজীর অভিশাপ দেয়া ইতাদি) হাদিসের প্রতি বিশ্বাস অনেকেরই উঠে গেছে, "অনলি কোরাণ" খুব শোনা যাচ্ছে। কিন্তু নবীজী তো অনলি কোরাণ বলেন নি, বলেছেন কোরাণ-সুন্নত (বা কোরাণ-আহলে বায়েত - গাদীরে খুম মাঠের বক্তৃতায়) ধরে রাখতে। ("কোরাণ-সুন্নত" ধরে রাখার হাদিস কোথায় আছে প্লিজ দেখিয়ে দিন। বোখারির মুখবন্ধে সুত্র-বিহীন উল্লেখ ছাড়া আর কোথাও ওটা পাইনি আমি)। তা ছাড়া অনলি কোরাণ দিয়ে ইবাদত-আরাধনার রসম সহ অনেক কিছুই পাওয়া যাচ্ছে না। সহি হাদিসগুলো শুধু মুসলমানের নয়, সমস্ত মানবসভ্যতার গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক দলিল, ওটা পুরো বাদ দেয়ার চেয়ে চা'লের মধ্যে থেকে কাঁকরগুলো বেছে নেয়াই উত্তম।

সর্বত্র মওলানারা বলে থাকেন নজ্‌রে-ইয়ানে ফেল মারলে হাদিস বাদ। কিংবা হাদিসে-কোরাণে বিরোধ হলেও হাদিস বাদ। কিন্তু কাজের বেলায় তাঁরা বড়ই উল্টো মারেন। এখানে দেখছি কোরাণ-হাদিসের বিরোধে খোদ কোরাণটাই বাদ হয়ে গেছে। আচ্ছা, হাদিসের এসব ঘটনাগুলো কি কোরাণের আয়াত নাজিল হবার আগে এসেছিল? খুঁজেছি অনেক, জবাব আছে ১২৪২ নম্বর হাদিসে, হজরত সোলায়মান সায়বানী (রাঃ) থেকেঃ- "আমি আবদুল্লাহ ইবনে আবু আওফা (রাঃ)কে রজম সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন,- নবী করিম (দঃ) রজম করিয়াছেন। সুরায়ে নূর নাজেল হওয়ার পূর্বে না পরে আমার জিজ্ঞাসার উত্তরে তিনি বলিলেন,- আমি তাহা অবগত নই"।

সাহাবি অবগত নন, কিন্তু জামাত অবগত, তাই না? বটে! স্বাভাবিকভাবেই ধরে নেয়া যায় যে নবীজী রজম করলে এসব আয়াত নাজিল হবার আগেই করেছিলেন, পরে নয়। পরে করেছিলেন তার কোনই প্রমাণ কেউ দেখালে বড়ই বাধিত হব। অর্থাৎ ব্যাপারটা কোথায় যেন একটু কেঁচে আছে। কিন্তু এই কাঁচা কাঁঠালকে কিলিয়ে পাকা করেছে হজরত ওমরের নামে আরো একটা মহা-শক্তিশালী হাদিস, যাতে "কেউ ভবিষ্যতে কেউ গোমরাহ বা পথভ্রষ্ট না হয়"। নম্বর ১২৪৯:- "আল্লাহতালা যাহা নাজেল করিয়াছেন তাহার মধ্যে রজমের আয়াতও রহিয়াছে……… রসুলুল্লাহ (দঃ) রজম করিয়াছেন তাই আমরাও তাঁহার পরে রজম করিয়াছি……… । ১২৪৩-এর ফুটনোটে আছে, "রজমের আয়াত পাঠ মনসুখ হইয়া গিয়াছে কিন্তু হুকুম ও বিধান চালু রহিয়াছে"। সহি মুসলিম, ২য় খন্ডের ৬৫ পৃষ্ঠাতে একই কথা আছে (মুহিউদ্দীন খানের বাংলা-কোরাণ, পৃষ্ঠা ৯২৬)।

উঁহুঁ উঁহুঁ, এটা কেমন হল? আয়াতটা কোন সুরাতেই বা ছিল, গেলই বা কোথায়, আর অন্য কোন আয়াতটা এসে ওটাকে বাতিল করল? আল্লাহ এক আয়াত বাতিল করে আরও ভালো আয়াত আনেন, তা তো কোরাণই বলেছে সুরা নাহ্‌ল-আয়াত ১০১ আর সুরা বাকারা-১০৬-তে। কিন্তু বাতিল করা একমাত্র আয়াতটার বিস্তারিত বর্ণনা আমরা পাই পুরো আয়াত সহ (কুনুতে নাজেলা), জিহাদে শহীদদের ওপর ছিল সেটা। শবে কদরের দিনক্ষণের ভুলে যাওয়া আয়াতটার উল্লেখ আছে, উদ্ধৃতি নেই। কিন্তু রজমের আয়াত পাঠ মনসুখ হইয়া গিয়াছে, আয়াতটাও বাতিল হইয়া উধাও হইয়া গিয়াছে কিন্তু তাহার শাস্তি চালু রহিয়াছে? এ তো বড় রঙ্গ যাদু!-(কবিগুরু)।

হাদিস ছাড়াও শারিয়ার এই প্রকান্ড অশ্বডিম্বটার কি দুই নম্বর কোন শেকড় আছে? আছে ঈহুদী-কেতাব ডিউটেরোনমির ২২-এ, ভার্স (আয়াত?) ১৩, ১৪, ২০, ২১, ২২, ২৩, আর ২৪ থেকে। " যদি কাহাকে অন্য লোকের স্ত্রীর সহিত বিছানায় দেখা যায় তবে তাহাদিগকে মরিতে হইবে………তখন তোমরা উহাদিগকে নগরের ফটকে লইয়া আসিবে এবং পাথর দ্বারা আঘাত করিবে যাহাতে তাহারা মরিয়া যায় ……… "।

হল? এই হল শারিয়ার কিচ্ছা-কিত্তন। শারিয়া শুধু কোরাণ-হাদিস-ইজমা-কেয়াস থেকেই আসে নি, ওগুলোর সাথে আছে রা'জী, ইসতিহসান, ইস্তিসলাহ্ বা মাসলাহা, ইস্তিসহাব, দারুরা, উরফ্ আরও কত কি। আর সেই সাথে অদৃশ্য ভাবে থাকবার কথা তখনকার রাজক্ষমতার রক্তচক্ষু। এবারে আমরা যাব সেই বিখ্যাত হাদিসে, যেটাকে এই আইনের ভিত্তি ধরা যেতে পারে। এ ভিত্তিতেও সিমেন্টের চেয়ে বালু বেশী। সহি বোখারি হাদিস -১২৩৭, ১২৩৮, ১২৩৯, এবং মিশকাত - ২৬ এর ১ - ("মুসলিম জুরিস্প্রুডেন্স অ্যান্ড দি কোরাণিক ল' অফ ক্রাইম্স্"- থেকে) হাদিস থেকে আমরা দেখিঃ-

১। মায়াজ নামের সাহাবি নবীজীকে বলল তাকে পবিত্র করতে।
২। নবীজী তাকে হাঁকিয়ে দিলেন এই বলে - দুর হও, অনুতাপ কর ও ক্ষমা চাও।
৩। মায়াজ ফিরে গিয়ে আবার ফিরে এসে একই কথা বলল। নবীজী একই কথা বললেন।
৪। তিনবার এটা ঘটার পর নবীজী বললেন - ব্যাপার কি। মায়াজ বলল সে ব্যাভিচার করেছে।
৫। তারপর নবীজী জিজ্ঞাসা করলেন, মায়াজ কি পাগল? নেশা করেছে? লোকেরা বলল, না।
৬। নবীজী জিজ্ঞাসা করলেন - মায়াজ কি বিবাহিত? লোকেরা বলল - হ্যাঁ।
৭। তখন নবীজী তাকে পাথর মেরে হত্যা করতে নির্দেশ দিলেন।

অর্থাৎ স্পষ্টই নবীজী অন্ততঃ তিনবার গর্দভটাকে অনুতাপ-ক্ষমার দিকে ঠেলেছেন, শাস্তি এড়িয়ে যাবার প্রাণান্ত চেষ্টা করেছেন, শেষে একান্ত বাধ্য হয়েই রজম ঘোষনা করেছেন। জামাত এত যে সুন্নতের বক্তৃতা দেয়, শারিয়ার আইনে কি এই সুন্নত মেনে কোন "অপরাধী"-কে তিন বার ফিরিয়ে দেয়া আছে? পাগলামী বা নেশার কথা জিজ্ঞেস করা আছে? পাগল না মাথা খারাপ! অপরাধ-শাস্তি ছাড়াও আইন মস্ত একটা আবেগের ব্যাপার, ওটা বানাতে আর প্রয়োগ করতে আংকিক ছাড়াও মানব-দরদী একটা কাব্যিক মন চাই। অপরাধ এক হলেও সব অপরাধী এক হয় না। একই অপরাধ কেউ করে অভাবে, কেউ করে স্বভাবে, খাসলতে। একই অপরাধ কেউ করে আবেগ-উত্তেজনার গরম মাথায়, কেউ করে পরিকল্পনার ঠান্ডা মাথায়। সে জন্যই একই অপরাধের সর্বদা একই শাস্তি হতে পারে না, অথচ শারিয়ার হুদুদে ঠিক তা-ই হয়। সে জন্যই বিচারকের হাত-পা খোলা থাকা চাই, শাসন-ব্যবস্থা থেকে বিচার-ব্যবস্থার স্বাধীনতা চাই।

লোকেরা মায়াজকে পাথর মারা শুরু করতেই ব্যথার চোটে হতভাগার মনে হল যে পবিত্র হয়ে এখনই পটল তোলার চেয়ে কিঞ্চিৎ অপবিত্র হবার পর তওবা-টওবা করে আরও কিছুদিন বেঁচে থাকাটাই বুদ্ধিমানের কাজ। লেজ তুলে সে দিল দৌড়। কিন্তু ততক্ষণে দেরী হয়ে গেছে, লোকেরা আরও জোরে দৌড়ে মায়াজকে ধরে এনে পাথর মেরে মেরে মেরেই ফেলল। এ ঘটনা শুনে নবীজী কি বললেন? কি করলেন? মৃদুকণ্ঠে উচ্চারিত হল তাঁর লিখিত আইন ভাঙ্গা অলিখিত আইন:- "লোকটাকে তোমরা পালাতে দিলে না কেন?" - মিশকাত- ২৬ এর ১।

এই বাক্যের যে মর্মবাণী, তা কি শারিয়া কখনো উপলব্ধি করবে? স্বভাব-অপরাধীর খাসলৎ আর ভালো মানুষের হঠাৎ পা পিছলে যাবার মধ্যেকার বিরাট ফারাকটা মারাত্মক ভাবে লংঘন করেছে শারিয়া। সুদুর মধ্যযুগের মধ্যপ্রাচ্যের একটা লোকের কন্টেক্সচুয়াল একটা ঘটনাকে সে জন্যই নরম্যাটিভ করে বিশ্ব-মুসলিমের ঘাড়ে সুপারগ্লু লাগিয়ে চিরকালের জন্য চেপে বসিয়ে দেয়া হয়েছে জগদ্দল পাথরের মত, তাই বুঝি জজ-সাহেবকে সব বুঝেও বলতে হয়, শারিয়াতে লেখা আছে, আমি কি করব?

সুরা নিসা, আয়াত ১৬:- " তোমাদের মধ্য হইতে যেই দুইজন সেই কুকর্মে লিপ্ত হয়, তাহাদিগকে শাস্তি প্রদান কর। অতঃপর যদি উভয়ে তওবা করে এবং নিজেদের সংশোধন করে, তবে তাহাদের হইতে হাত গুটাইয়া নাও"।

কোথায় পাথর, কোথায় মৃত্যুদন্ড? মেরে ফেলার পর তার লাশ কি তওবা করবে নাকি, নিজেকে সংশোধন করেছে নাকি? কেমন একটা তোগলকি কান্ড বলুন তো! কিন্তু এর চেয়েও অবিশ্বাস্য তোগলকি কান্ড দেখুনঃ-

সুরা আন-নূর, আয়াত ৩। "ব্যাভিচারী পুরুষ কেবল ব্যাভিচারিণী নারী বা মুশরিকা নারীকেই বিবাহ করে এবং ব্যাভিচারিণীকে কেবল ব্যাভিচারী বা মুশরিক পুরুষই বিবাহ করে এবং ইহাদিগকে মুমিনদের জন্য হারাম করা হইয়াছে"।

আর কত স্পষ্ট করে বলতে হবে কথাটা? এখন তাহলে ব্যাভিচারী পুরুষ-নারীকে মেরে ধরে খুন করে তাদের লাশের সাথে লাশের বিয়ে দাও! কোরাণ একেবারে নীরব হলেও নাহয় কথা ছিল, আইন বানাবার সুযোগ ছিল। কিন্তু কোরাণে যে একেবারে ব্যাভিচারীদের বিয়ের কথা বলা আছে! এবারে প্রত্যেকটা শব্দ ধরে ধরে পড়বেন দয়া করে। সুরা নিসা, আয়াত ২৫:- "আর তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি স্বাধীন মুসলমান নারীকে বিবাহ করিবার সামর্থ্য রাখে না, সে তোমাদের অধিকারভুক্ত মুসলিম

ক্রীতদাসীকে বিবাহ করিবে .... অতঃপর যখন তাহারা বিবাহ-বন্ধনে আসিয়া যায়, তখন যদি কোন অশ্লীল কাজ করে, তবে তাহাদিগকে স্বাধীন-নারীদের অর্ধেক শাস্তি ভোগ করিতে হইবে"। অর্থাৎ স্বাধীন নারীকে বিয়ে করার পর তার অবৈধ সম্পর্কের যে শাস্তি, তার অর্ধেক শাস্তি হবে দাসী-স্ত্রীর ক্ষেত্রে। স্বাধীন নারীকে মৃত্যুদন্ড দিলে দাসী-স্ত্রীকে কি ঘোড়ার ডিম দেব? মৃত্যুদন্ডের অর্ধেক-টা আবার কি বস্তু, হুজুরে জামাত?

নাহ্, ঠোঁটের ডগায় দ্বীন-দুনিয়ার তাবৎ প্রশ্নের জবাব ধরাই আছে আমাদের পিছলামি গুরুদের। একজনকে প্রশ্নটা করায় তিনি বলেছিলেন,- অ্যামুন সহজ কথাডা বোজ্লা না মিয়া? পাথর মাইরা হালার পুতিরে আধা-মরা কইরা ছাইড়া দিতে হইব আর কি!

আল্লার আইন, তাই না? আল্লার আইন আল্লার কোরাণকে লংঘন করে, তাই না? বটে!

(রজমের ছবিটা আফগানিস্থানের নির্যাতিতা বোনদের সংগঠন রাওয়া-র অনুমতিক্রমে নেয়া হল)।